জাতীয় হজ্জনীতি

(১৪২৮ - ১৪৩০ হিজরী)

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০০৭

জাতীয় হজ্জনীতি
সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	**ভূমিকা**	১
	উদ্দেশ্য	২
দ্বিতীয় অধ্যায়	**হজ্জসূচি ও হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা**	২
	হজ্জ সংক্রান্ত চুক্তি	৩
	হজ্জ ব্যবস্থাপনা ঃ বাংলাদেশ পর্ব ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের করণীয়	৪
	হজ্জ অফিস, ঢাকা এর করণীয়	৫
	হজ্জ ব্যবস্থাপনা ঃ সৌদি আরব পর্ব বাংলাদেশ কনসুলেট, জেদ্দা/হজ্জ মিশন এর করণীয়	৬
	হজ্জ এজেন্সী কর্তৃক ভাড়াকৃত বাড়ি পরিদর্শন	৭
	মৌসুমী হজ্জ অফিসার নিয়োগ	৮
	হজ্জ কর্মী নিয়োগ	৮
	বেসরকারি ব্যবস্থাপনা	৮
	বাড়ি ভাড়া ঃ সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়া	১০-১১
	বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়া	১১
	সৌদি আরবে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল প্রেরণ ঃ হজ্জ প্রতিনিধি দল	১২
	হজ্জ প্রশাসনিক দল	১২
	হজ্জ চিকিৎসক দল	১৩
তৃতীয় অধ্যায়	**বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ঃ**	১৩
	হজ্জ ফ্লাইটের যাত্রীদের ইমিগ্রেশন, কাস্টমস, চেক-ইন ইত্যাদি কার্যক্রম	১৪
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	১৪
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	১৫
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	১৫
	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	১৫
	তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	১৬
	বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা	১৬
	জেলা প্রশাসকের ভূমিকা	১৬
চতুর্থ অধ্যায়	**আপৎকালীন ফান্ড**	১৭
	হজ্জযাত্রীদের অব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান	১৭
পঞ্চম অধ্যায়	**হজ্জ এজেন্সী নিয়োগ**	১৮
	নিয়োগ প্রক্রিয়া	১৯
	হজ্জ এজেন্সী নবায়ন	১৯
	হজ্জ এজেন্সীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঃ তদন্ত/শাস্তির কারণসমূহ তদন্ত ও শাস্তি	১৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	**হজ্জনীতি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা**	২০

জাতীয় হজ্জনীতি

প্রথম অধ্যায়

১. ভূমিকা

১.১ আর্থিক ও দৈহিকভাবে সামর্থ্যবান মুসলমানদের জন্য হজ্জ পালন একটি আবশ্যকীয় ধর্মীয় বিধান। চান্দ্র মাসের হিসাব অনুযায়ী যিলহজ্জ মাসের ০৮ - ১৩ তারিখ হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হজ্জের সময়কাল এভাবে নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই হজ্জ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম পূর্ববর্তী হজ্জ শেষ হওয়ার সাথে সাথে পর্যায়ক্রমিকভাবে ও জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হয়। হজ্জ ব্যবস্থাপনার সাথে **সময়** একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজটি প্রশাসনিকভাবে গতানুগতিক হলেও কোন দীর্ঘ মেয়াদী বা মধ্য মেয়াদী হজ্জনীতি না থাকায় প্রতি বছর হজ্জনীতি প্রণয়ন ও তা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সভায় বিষয়টি উপস্থাপনসহ একই বিষয়ে বার বার সমন্বয় করতে গিয়ে প্রচুর সময় অপচয় করতে হয়। এর ফলে যথাসময়ে হজ্জনীতি ঘোষণা করা সম্ভব হয় না বলে হজ্জযাত্রীদের যেমন নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তেমনি সরকারকেও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী বা মধ্য মেয়াদী হজ্জনীতি জরুরী।

১.২ বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি এ দু'টি পদ্ধতিতে হজ্জ ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়ে আসছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সধারী হজ্জ এজেন্সী-সমূহের মাধ্যমে বেসরকারী ব্যবস্থাপনার অধীনে অধিকাংশ হজ্জযাত্রী প্রেরিত হলেও তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়গুলো পরিণামে সরকারের উপরই বর্তায়। এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় হাজীদের ভোগান্তি লাঘবে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয় না।

১.৩ হজ্জ ব্যবস্থাপনার এ প্রেক্ষাপটে দীর্ঘ মেয়াদী হজ্জনীতি প্রণয়নের দাবি বিভিন্ন মহল থেকে উত্থাপন করা হয়। দীর্ঘ মেয়াদী হজ্জনীতি প্রণয়নপূর্বক হজ্জযাত্রীদের নির্বিঘ্ন ও সুষ্ঠুভাবে হজ্জ পালন এবং এ কাজে তাঁদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে হজ্জ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ সকল মহলের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মতামতও গ্রহণ করা হয়। উল্লিখিত বিভিন্ন পর্যায়ের মতামত ও সুপারিশসমূহ এ হজ্জনীতিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

১.৪ হজ্জ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত হলেও আরও কয়েকটি মন্ত্রণালয় এ কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হজ্জ মৌসুমে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে থাকে। এ হজ্জনীতির আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ যথাসময়ে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে।

১.৫ হজ্জ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ হজ্জনীতি একটি সমন্বিত নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে। সময়ের চাহিদা পূরণকল্পে হজ্জ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী কাঠামোর উপর দাঁড় করানোর লক্ষ্যেই এ হজ্জনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর সুবাদে হাজীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ হজ্জব্রত পালন যেমন সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতির আওতায় আসবে, তেমনি প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

২. উদ্দেশ্য

২.১ প্রতিবছর যথাসময়ে হজ্জসূচি প্রণয়ন ও ঘোষণা।

২.২ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিমান ভাড়া নির্ধারণ ও হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা।

২.৩ যথাসময়ে আবেদনপত্র জমা নেয়ার তারিখ নির্ধারণ ও ঘোষণা।

২.৪ যথাসময়ে হজ্জসূচি ঘোষণাপূর্বক সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে ত্বরিত যোগাযোগ ও সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.৫ হজ্জ সম্পাদনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ ও সমন্বয় সাধন।

২.৬ হজ্জ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ।

২.৭ সামগ্রিক হজ্জ ব্যবস্থাপনাকে সুশৃঙ্খলকরণ।

২.৮ সৌদি আরবে যথাসময়ে বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করার মাধ্যমে মাথাপিছু ব্যয় সংকোচন।

২.৯ হজ্জ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনমনে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান, হজ্জযাত্রীদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনকরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩. হজ্জসূচি ও হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা

৩.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় **প্রতি হিজরী সালের রবিউস সানি** মাসের মধ্যে পরবর্তী হজ্জের হজ্জসূচি ও হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা এবং তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। হজ্জসূচির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

৩.১.১ হজ্জযাত্রীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।

৩.১.২ আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ নির্ধারণ। ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে প্রতি হিজরী সালের **রজব মাসের** মধ্যে হজ্জ সম্পাদনের আবেদনপত্র জমার তারিখ নির্ধারিত থাকবে।

৩.১.৩ হজ্জ বাবদ ব্যয় (বিমান ভাড়া, মোয়াল্লেম ফি, বাড়ি ভাড়া, খাওয়া খরচ, কুরবানী, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি) নির্ধারণ।

৩.২ **হজ্জে গমনের যোগ্যতা-অযোগ্যতা**

৩.২.১ বাংলাদেশী মুসলিম নাগরিক এবং ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী আর্থিক ও দৈহিকভাবে সামর্থ্যবান ব্যক্তি হজ্জে গমনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৩.২.২ মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্বাচিত/ মনোনীত ব্যক্তি হজ্জে যাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৩.২.৩ হজ্জে গমনেচ্ছু ব্যক্তি পুলিশ ছাড়পত্র সাপেক্ষে হজ্জ অফিসার কর্তৃক ইস্যুকৃত পিলগ্রীম পাস এর মাধ্যমে হজ্জে গমনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৩.২.৪ কোন মহিলা হজ্জে গমনের ক্ষেত্রে বিধান অনুযায়ী কেবল মাহ্‌রাম এর সাথে হজ্জের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

৪. **হজ্জ সংক্রান্ত চুক্তি**

৪.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী নির্ধারিত সময়ে সৌদি আরব সরকারের সাথে দ্বি-পাক্ষিক হজ্জচুক্তি সম্পাদন করবেন।

৪.২ হজ্জ চুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে/নির্ধারিত সময়ে সৌদি আরবে নিয়োগপ্রাপ্ত কাউন্সিলর (হজ্জ)/বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল প্রধান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংস্থা যেমন ঃ হাজী পরিবহনে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, মোয়াল্লেমদের সংগঠন (মুয়াস্‌সাসা ও আদিল্লা অফিস), সরকারী ব্যবস্থাপনায় হাজীদের বাড়ি ভাড়ার চুক্তিসহ বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী মক্কা অথবা মদীনায় নিয়োগপ্রাপ্ত হজ্জ অফিসার চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন।

৪.৩ প্রত্যেক হজ্জ এজেন্সীর স্বত্ত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালক এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হাজী পরস্পর চুক্তি সম্পাদন করবেন। এ চুক্তির মূল কপি হজ্জযাত্রী এবং অপর দুই কপি যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট এজেন্সী ও হজ্জ অফিস, ঢাকা সংরক্ষণ করবে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ্জযাত্রী এবং এজেন্সীর মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত ছক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে সরবরাহ করা হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে। প্রয়োজনবোধে ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মনিটরিং কমিটি গঠন করা হবে।

৪.৪ এজেন্সীসমূহ পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত নিজ দায়িত্বে সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত সৌদি সরকারের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বাড়ির মালিকদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করবে।

৫ হজ্জ ব্যবস্থাপনা ঃ বাংলাদেশ পর্ব

৫.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের করণীয়

৫.১.১ হজ্জনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ, হজ্জ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা।

৫.১.২ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

৫.১.৩ হজ্জযাত্রীর সংখ্যা নির্ধারণ, সরকারি-বেসরকারি হজ্জযাত্রীর মোয়াল্লেম ফি ও অন্যান্য ফি সংগ্রহ এবং সৌদি আরবে প্রেরণ।

৫.১.৪ সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ্জযাত্রীদের বাড়ি ভাড়ার অর্থ সৌদি আরবে প্রেরণ।

৫.১.৫ হজ্জযাত্রী ও হজ্জ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের জন্য যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

৫.১.৬ ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয়/সংগ্রহ ও যথাসময়ে সৌদি আরবে প্রেরণ।

৫.১.৭ হজযাত্রীদের ব্যবহার্য কিটব্যাগ, কব্জিবেল্ট ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ এবং ঢাকা হজ্জ অফিসে সরবরাহ।

৫.১.৮ হজ্জ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে অন্যান্য হজ্জ সামগ্রী সংগ্রহ ও সরবরাহকরণ।

৫.১.৯ হজ্জ এজেন্সীসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয়।

৫.১.১০ হজ্জ প্রতিনিধি দল, চিকিৎসক দল ও প্রশাসনিক দল গঠন করা।

৫.১.১১ তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে হাজীদের সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.১.১২ হাজীদের আবেদনপত্র, চুক্তিপত্র, ও.এম.আর. ফরম ইত্যাদি সংগ্রহ/মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ। গাইড বই, নির্দেশিকা ইত্যাদি হালনাগাদকরণ, মুদ্রণ ও হজ্জক্যাম্পে তা সরবরাহকরণ।

৫.১.১৩ পর্যায়ক্রমে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে হজ্জযাত্রীদের হজ্জ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.১.১৪ সৌদি আরবে বাংলাদেশ হজ্জ মিশনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.১.১৫ সৌদি কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত বারকোড (স্টিকার)-সমূহ বাংলাদেশ হতে প্রেরিত সৌদি আরবে বাংলাদেশী হাজীদের সেবায় নিয়োজিতদের মধ্যে বিতরণ।

৫.১.১৬ সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ হজ্জ মিশন এবং ঢাকাস্থ হজ্জ অফিস থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা ।

৫.২ হজ্জ অফিস, ঢাকা এর করণীয়

৫.২.১ হজ্জক্যাম্প তত্ত্বাবধান, হজ্জ মৌসুমে ক্যাম্প প্রস্তুতকরণ এবং ক্যাম্পে অবস্থানরত হজ্জযাত্রীদের সার্বিক তত্ত্বাবধান।

৫.২.২ সৌদি আরব যাত্রার প্রাক্কালে হজ্জক্যাম্পে হাজীদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও হজ্জক্যাম্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা প্রদান।

৫.২.৩ হজ্জ গাইড, নির্দেশিকা, চুক্তিপত্র, আবেদনপত্র, পরিচয়পত্র, কব্জিবেল্ট, কীট ব্যাগ এবং অন্যান্য সামগ্রী মন্ত্রণালয় থেকে সংগ্রহ ও বিতরণ।

৫.২.৪ পিলগ্রীম পাস প্রস্তুত।

৫.২.৫ ভিসা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.২.৬ হজ্জযাত্রীদের আবেদনপত্র, পুলিশ ছাড়পত্র ও স্বাস্থ্য সনদ সংগ্রহ।

৫.২.৭ হজ্জযাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রয়োজনে বেসরকারি এজেন্সীদের নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান।

৫.২.৮ হজ্জ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় ও হজ্জ ক্যাম্পে সেবাদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান।

৫.২.৯ সরকারি ব্যবস্থাপনার হাজীদের ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সৌদি আরবে আবাসন বন্টন।

৫.২.১০ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ্জ ও হাজী সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং ওয়েব সাইট হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ। হজ্জকালীন নিয়মিত ওয়েবসাইটে বুলেটিন প্রকাশ ও আপ-ডেট এর ব্যবস্থা গ্রহণ। হজ্জ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট/ইন্টারনেটে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান।

৫.২.১১ হজ্জযাত্রীদের টিকা প্রদানসহ হজ্জ ক্যাম্পে চিকিৎসার জন্য হেলথ সেন্টার স্থাপন এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.২.১২ সরকারি ব্যবস্থাপনার হাজীদের ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণ, টিকেট সংগ্রহ এবং বিতরণ ও এতদসংক্রান্ত কাজের সমন্বয়।

৫.২.১৩ হজ্জ এজেন্সী ও হজ্জযাত্রীদের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.২.১৪ সরকারিভাবে গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীদের আবেদনপত্র জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলাস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নির্ধারিত অফিস বরাবর প্রেরণ। পূরণকৃত ফরমসমূহ যথাসময়ে গ্রহণ ও তদনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ।

৫.২.১৫ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হাজীদের আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এজেন্সীসমূহের মধ্যে বিতরণ।

৫.২.১৬ হজ্জ ক্যাম্পে হজ্জযাত্রীদের সেবার নিমিত্ত রোভার স্কাউটসহ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যদের নিয়োজিত করা।

৫.২.১৭ হজ্জযাত্রীদের কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, চেক-ইন, বিমানবন্দরে হজ্জযাত্রীদের পৌঁছানো ইত্যাদি কার্যক্রম হজ্জক্যাম্প হতে সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এতদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়।

৫.২.১৮ ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে হজ্জযাত্রীদের গমন ও প্রত্যাগমনের নিশ্চিত সংখ্যা অবহিত হয়ে উক্ত তথ্য জেদ্দাস্থ হজ্জ মিশনে প্রেরণ।

৫.২.১৯ হজ্জ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সরকার কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন।

৬. হজ্জ ব্যবস্থাপনা ঃ সৌদি আরব পর্ব

৬.১ বাংলাদেশ কনসুলেট, জেদ্দা/হজ্জ মিশন এর করণীয়

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত/জেদ্দাস্থ কনসাল জেনারেলের তত্ত্বাবধানে সৌদি আরবে হজ্জ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব জেদ্দাস্থ কাউন্সিলর (হজ্জ) এর উপর ন্যস্ত থাকবে। কাউন্সিলর (হজ্জ) এর অধিক্ষেত্র ও দায়িত্ব নিম্নরূপ হবে ঃ

৬.১.১ জেদ্দাস্থ এয়ারপোর্টে হজ্জযাত্রীদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা গ্রহণ ।

৬.১.২ মক্কা-মিনা-আরাফাত-মুজদালেফা-মদীনায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জ-যাত্রীদের বিধি মুতাবিক প্রাপ্য সুবিধার ভিত্তিতে অবস্থান ও যাতায়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্যাকেজ মুতাবিক হজ্জযাত্রীদের প্রাপ্য সুবিধাদির বিষয়ে তদারকি করা।

৬.১.৩ হজ্জ প্রতিনিধিদল, হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সহায়তার জন্য গমনকারী প্রশাসনিক দল, চিকিৎসা সেবার জন্য গমনকারী চিকিৎসক দলের অভ্যর্থনা, যাতায়াত ও আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬.১.৪ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত কমিটির মাধ্যমে হজ্জ মৌসুমে মক্কা ও মদীনা হজ্জ মিশনে এবং মিনা ও আরাফাতে প্রশাসনিক তাঁবুতে অবস্থানকারী ও প্রশাসনিক সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬.১.৫ হজ্জ চিকিৎসক ও প্রশাসনিক দলের সার্বিক সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসা ও তথ্য কেন্দ্র স্থাপন।

৬.১.৬ সৌদি আরবে হাজীদের চিকিৎসাসহ সার্বিক সেবা ও নিরাপত্তা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

৬.১.৭ সরকারি ব্যবস্থাপনায় হাজীদের নিরাপদ অবস্থান ও চলাচল এবং সকল হাজীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন তদারকী।

৬.১.৮ হজ্জ প্রতিনিধিদল ও হজ্জ প্রশাসনিক দলের প্রধানের সাথে আলোচনা করে জেদ্দা, মক্কা ও মদীনায় দায়িত্ব বন্টন নিশ্চিতকরণ।

৬.১.৯ হজ্জ এজেন্সীসমূহের বাড়ি ভাড়া করার সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

৬.১.১০ মৃত্যুবরণকারী হজ্জযাত্রী/হাজীর সকল মালামাল প্রেরণ, মৃত্যুসনদ গ্রহণ ও প্রেরণসহ আনুষঙ্গিক দায়িত্ব পালন।

৬.১.১১ হজ্জ শেষে সামগ্রিক হজ্জ ব্যবস্থাপনাসহ প্রশাসনিক দল ও চিকিৎসক দলের কার্যক্রম সম্পর্কে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ।

৬.১.১২ মোয়াল্লেমগণের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে হাজীদের হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ডাটা বেইজ আপডেটের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬.১.১৩ অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬.১.১৪ হজ্জযাত্রী/হাজীদের আপৎকালীন জরুরী প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬.১.১৫ হজ্জ চিকিৎসক দলের প্রধানের সাথে পরামর্শক্রমে চিকিৎসক দলের সদস্যদের দায়িত্ব বন্টন ও পালন নিশ্চিতকরণ।

৬.১.১৬ হজ্জ এজেন্সী, হজ্জযাত্রী/হাজী এবং এতদসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সাথে সমন্বয়পূর্বক উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৬.১.১৭ সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী হজ্জযাত্রী যাতে মিনা-আরাফাতে একটি গুচ্ছে (Cluster) অবস্থান করতে পারেন সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যথাসময়ে মোয়াল্লেমের একটি তালিকা প্রেরণ যাতে উক্ত তালিকা অনুযায়ী হজ্জ এজেন্সীসমূহ মোয়াল্লেম নির্বাচন করতে পারে। হাজী সংখ্যার অনুপাতে মোয়াল্লেমের সংখ্যা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে।

৬.১.১৮ হজ্জ ব্যবস্থাপনার জন্য সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ও আর্থিকভাবে ক্ষমতাবান হিসাবে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন এবং হজ্জ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় সরঞ্জাম, যানবাহন, স্থাপনা, জনবলের সংরক্ষক (Custodian) হিসাবে দায়িত্ব পালন।

৬.১.১৯ সৌদি আরবে হজ্জ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৬.১.২০ সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত এতদসংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৬.২ হজ্জ এজেন্সী কর্তৃক ভাড়াকৃত বাড়ি পরিদর্শন

হজ্জ এজেন্সীকর্তৃক যথাসময়ে এবং যথাযথ মান সম্পন্ন বাড়ি ভাড়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ দূতাবাস বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ভাড়াকৃত বাড়ি পরিদর্শনের ব্যবস্থা

গ্রহণ করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দৈব চয়ন (Random Sampling) এর ভিত্তিতে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.৩ মৌসুমি হজ্জ অফিসার নিয়োগ

মদীনা আল-মুনাওয়ারায় হজ্জ মৌসুমে চার মাসের জন্য একজন মৌসুমী সহকারী হজ্জ অফিসার নিয়োগ করা হবে। অনুরূপভাবে মক্কায় কর্মরত কনসাল (হজ্জ)-কে সহযোগিতার জন্য হজ্জ মৌসুমে একজন মৌসুমী সহকারী হজ্জ অফিসার নিয়োগ করা হবে।

৬.৪ হজ্জকর্মী নিয়োগ

৬.৪.১ সৌদি আরবে হাজীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হজ্জকর্মী নিয়োগ করা হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশে হজ্জ মিশন মৌসুমী হজ্জকর্মী নিয়োগ করবে। বিশেষ প্রয়োজনে উপযুক্ত সময় হজ্জ প্রস্তুতিমূলক এবং সমাপনী কাজের জন্য কনসুলেট হজ্জকর্মী নিয়োগ করতে পারবে। হজ্জকর্মীদের মধ্যে সাধারণ হজ্জকর্মী ছাড়াও অনুবাদক/ কম্পিউটার অপারেটর, ড্রাইভার ও ক্লিনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। হজ্জকর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর আরবী ভাষায় দক্ষতা, চরিত্র, পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং মক্কা, মিনা, আরাফাত, মুজদালেফা, মদীনা ও জেদ্দার রাস্তাঘাটের সাথে পরিচয় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হবে। প্রতি বছর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রস্তুতিমূলক, মৌসুমী ও সমাপনীমূলক হজ্জকর্মীদের সংখ্যা, মেয়াদ, পারিশ্রমিক ইত্যাদি সংক্রান্ত নির্দেশনা জারী করবে। নিয়োজিত হজ্জকর্মীদেরকে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.৪.২ সংশ্লিষ্ট এজেন্সী বেসরকারি হাজীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি ১০০ জন হাজী বা তার অংশবিশেষের বিপরীতে বাংলাদেশ অথবা সৌদি আরব হতে ০১ জন হজ্জকর্মী নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক প্রদান করবে। হজ্জ মিশন প্রয়োজনে এক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করবে। হজ্জযাত্রী সৌদি আরব আসার পূর্বেই এজেন্সী নিয়োগপ্রাপ্ত হজ্জকর্মীর পূর্ণ পরিচিতি ও ফোন নম্বরসহ যোগাযোগের ঠিকানা লিখিতভাবে ঢাকাস্থ হজ্জ অফিস ও হজ্জ মিশনকে জানাবে।

৭. বেসরকারি ব্যবস্থাপনা

৭.১ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সধারী হজ্জ এজেন্সীসমূহ যথাসময়ে স্ব-স্ব পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক প্যাকেজ প্রণয়ন এবং ঘোষণা করবে। প্যাকেজে উল্লিখিত সেবা, সেবা মূল্য, সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত প্রচারপত্র/লিফলেট প্রকাশ করবে। পাশাপাশি এর একটি কপি স্বাক্ষরসহ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে। হজ্জ এজেন্সীসমূহ সর্বোচ্চ দু'টি প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে। তবে হজ্জ প্যাকেজের সর্বনিম্ন খরচ কোন অবস্থাতেই সরকার কর্তৃক ঘোষিত

নিম্নতম প্যাকেজের নিম্নে হবে না। হজ্জযাত্রী যে এজেন্সীর মাধ্যমে হজ্জে যাবেন সে এজেন্সীর স্বত্ত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালক নিজ স্বাক্ষরে রসিদমূলে হজ্জযাত্রীর নিকট হতে অর্থ গ্রহণ করবেন অথবা প্যাকেজ অনুযায়ী প্রদেয় অর্থ সংশ্লিষ্ট হজ্জযাত্রী নির্ধারিত ব্যাংকে এজেন্সীর একাউন্টে জমা করবেন। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জযাত্রীদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট এজেন্সীর উপর বর্তাবে। প্রত্যেক এজেন্সী সর্বনিম্ন ৫০ জন এবং সর্বোচ্চ ৪০০ জন হজ্জযাত্রীকে হজ্জে পাঠাতে পারবে। কোন অবস্থাতেই এক এজেন্সীর হাজী অন্য কোন এজেন্সীর পরিচয়ে বা তত্ত্বাবধানে হজ্জে যেতে পারবেন না।

৭.২ হজ্জ এজেন্সী ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা ও দায়িত্ব পালন করবে।

৭.৩ হজ্জ এজেন্সী বেসরকারি হজ্জযাত্রীর আবেদনপত্র, চুক্তিপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হজ্জ অফিস, ঢাকা হতে সংগ্রহ করবে।

৭.৪ এজেন্সী **শাবান মাসের ১০ তারিখের মধ্যে** বেসরকারি হজ্জযাত্রীদের পুরণকৃত আবেদনপত্র ও চুক্তিপত্র সংগ্রহসহ তাদের তালিকা এবং বিমান ভাড়া, মোয়াল্লেম ফি, স্থানীয় সার্ভিস চার্জ, আপৎকালীন ফান্ড ইত্যাদি বাবদ জমার রসিদ হজ্জ অফিস, ঢাকায় জমা দিবে। হজ্জযাত্রীদের তালিকার একটি কপি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বরাবর দাখিল করবে।

৭.৫ এজেন্সী সৌদি সরকারের নিয়ম অনুযায়ী মোয়াল্লেম এর মাধ্যমে মক্কা, মদীনা, মিনা ও আরাফায় আবাসন ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করবে। বাংলাদেশ ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত হজ্জযাত্রী/ হাজীদের সাথে এজেন্সীর পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা করবে। অনিবার্য কারণে কোন এজেন্সীর সকল হাজী সৌদি আরব ত্যাগের পূর্বে উক্ত এজেন্সীর মালিক/প্রতিনিধির সৌদি আরব ত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিলে হজ্জ মিশনের জ্ঞাতসারে ও সম্মতিক্রমে তা করবে।

৭.৬ মক্কা ও মদীনায় নির্বিঘ্নে গমনাগমন এবং প্রদেয় অন্যান্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করার স্বার্থে মুয়াস্সাসা এবং আদিল্লা (মক্তব বাংলাদেশ) কার্যালয়ের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য এজেন্সীসমূহ/Hajj Agencies Association of Bangladesh (HAAB) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭.৭ এজেন্সীসমূহ হজ্জযাত্রীদের হজ্জের আহকাম-আরকান, সৌদি আইন-কানুন, ভ্রমণের নিয়ম-কানুন, নাগরিক জ্ঞান (Civic sense), ব্যাগেজরুল ইত্যাদি বিষয়ে স্ব-উদ্যোগ বা ঢাকা হজ্জ ক্যাম্পের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

৭.৮ হজ্জ মৌসুমে সৌদি আরবে হজ্জ এজেন্সীর নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে যাতে সহজে চেনা যায় সে বিষয়ে হজ্জ এজেন্সীসমূহের সংগঠন 'হাব' বিশেষ ধরনের

ইউনিফর্ম/পোশাক/চিহ্ন পরিধান/ ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে হজ্জযাত্রীদের ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭.৯ প্রতি বছর হজ্জ মৌসুমে ন্যূনপক্ষে ০৪ মাসের জন্য হজ্জ মিশনের সহযোগিতায় 'হাব' মক্কা আল-মুকাররামা এবং মদীনা আল-মুনাওয়ারায় নির্ধারিত ল্যান্ড ফোন ও ফ্যাক্সসহ অস্থায়ী অফিস স্থাপন করবে এবং সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ সমন্বয় সাধনের জন্য হজ্জ মিশনকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

৭.১০ এজেন্সীর বাড়ি ভাড়ার চুক্তির মেয়াদ এবং তার আওতাধীন হজ্জযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল এর তারিখ পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণভাবে নির্ধারণের বিষয়ে এজেন্সীসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭.১১ সরকারের পরামর্শক্রমে প্রত্যেক এজেন্সী নির্ধারিত মোয়াল্লেম এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭.১২ প্রতি হজ্জ মৌসুমে প্রত্যেক হজ্জ এজেন্সী হজ্জ প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর একটি প্রস্তুতি প্রতিবেদন এবং হজ্জ শেষে হাজী গমন ও প্রত্যাগমনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর একটি সমাপনী প্রতিবেদন ঢাকা হজ্জ অফিস ও জেদ্দা হজ্জ উইং এ দাখিল করবে।

৭.১৩ সরকারি হাজীদের ন্যায় বেসরকারি হাজীগণ সৌদি আরব যাত্রার প্রাক্কালে ঢাকাস্থ হজ্জ ক্যাম্পে অবস্থান করবেন।

৭.১৪ এজেন্সীসমূহ হজ্জযাত্রী প্রেরণ ও প্রত্যাবর্তনের নিমিত্ত ফ্লাইট সিডিউল প্রণয়ন, আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রতিপালন করবে।

৭.১৫ এজেন্সীসমূহ হজ্জযাত্রীদের জেদ্দা/মদীনা বিমান বন্দর হতে গ্রহণপূর্বক মক্কা/মদীনায় হাজীদের জন্য ভাড়াকৃত বাড়িতে পৌঁছানো নিশ্চিত করবে।

৭.১৬ এজেন্সীসমূহ 'হাব' এর মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/হজ্জ মিশন কর্তৃক নির্দেশিত/চাহিত যে কোন নির্দেশনা প্রতিপালন, তথ্য সরবরাহ এবং সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করবে।

৭.১৭ 'হাব' এবং এজেন্সীসমূহ সরকার কর্তৃক হজ্জ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা প্রতিপালন করবে।

৮. বাড়ি ভাড়া

হজ্জ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সৌদি আরবে হজ্জযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জযাত্রীদের আবাসনের নিমিত্ত বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত করণীয় বর্ণনা করা হ'ল। উল্লেখ্য, **বাড়ি** বলতে আবাসিক বাড়ি/হোটেল/বোর্ডিং/মুসাফিরখানা ইত্যাদি বুঝাবে।

৮.১ সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়া

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি হাজীদের আবাসন সংক্রান্ত সৌদি আরবের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী সরকারি ব্যবস্থাপনার হাজীদের জন্য বাড়ি ভাড়া করবে। প্রতি বছর **রমযান মাসের মধ্যে** বাড়ি ভাড়া সম্পন্ন করতে হবে। সর্বোচ্চ দুইটি প্যাকেজ অনুযায়ী দুই ক্যাটাগরির বাড়ি ভাড়া করা হবে। তবে মদীনা মুনাওয়ারার জন্য একটি ক্যাটাগরি থাকবে। সাধারণভাবে প্রত্যেক বাড়িতে সর্বোচ্চ ১০-১২ জনের জন্য একটি টয়লেট, গোসল ও ওযুর জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা, কক্ষসমূহে এসি, সার্বক্ষণিক টেলিফোন, ফ্রিজ, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে তাসরিয়াযুক্ত যথাসম্ভব বৃহৎ আকারের বাড়ি এবং মদীনায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বৃহৎ কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৮.২ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাড়ি ভাড়া

৮.২.১ হাজীদের আবাসন সংক্রান্ত সৌদি আরবের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান মুতাবিক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী এজেন্সীর স্বত্ত্বাধিকারী/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/ পরিচালক স্বয়ং **রমযান মাসের মধ্যে** মক্কা ও মদীনায় বাড়ি ভাড়া সম্পন্ন করবে। ভাড়াকৃত বাড়ির প্রদেয় সুবিধা ও মান সরকারি ব্যবস্থাপনার নিম্নতম মান ও প্রদেয় সুবিধার চেয়ে নিম্নতর হবে না।

৮.২.২ ঢাকা হজ্জ অফিস সংশ্লিষ্ট এজেন্সী কর্তৃক মোয়াল্লেম ফি জমা দানের প্রমাণপত্র এবং উক্ত এজেন্সীর মাধ্যমে গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীদের আবেদনপত্র যাচাই করে প্রতিটি এজেন্সীর হাজীর সংখ্যা প্রত্যয়ন করবে। এই প্রত্যয়ন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদির উপর ভিত্তি করে মক্কাস্থ বাংলাদেশ হজ্জ মিশন এজেন্সীর অনুকূলে বাড়ি ভাড়ার অনাপত্তি পত্র প্রদান করবে।

৮.২.৩ হজ্জ এজেন্সী কর্তৃক ভাড়াকৃত বাড়ির তাসরিয়া এবং ভাড়া চুক্তির অনুমোদিত মূল কপির অনুলিপি ও অনুবাদকৃত কপিসহ বাড়ির ঠিকানা, ফোন নম্বর, হারাম শরীফ হতে দূরত্ব, বিভিন্ন সুবিধাদি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর পাশাপাশি হজ্জ এজেন্সীসমূহের হজ্জকালীন সৌদি আরবে নিয়োজিত প্রতিনিধির নাম ও ফোন নম্বর নির্ধারিত ছকে উল্লেখ করে বাংলাদেশ হজ্জ মিশনে দাখিল করবে। এসব তথ্য পরীক্ষাসহ ভাড়াকৃত বাড়ি পরিদর্শনে প্রাপ্ত মতামতের উপর ভিত্তি করে হজ্জ মিশন ছাড়পত্র প্রদান করবে।

৮.২.৪ বাড়ি ভাড়ার তথ্যসহ বাংলাদেশ হজ্জ মিশনের ছাড়পত্র ঢাকা হজ্জ অফিসে জমা প্রদানের পর পিলগ্রীম পাস প্রস্তুত এবং ভিসার ব্যবস্থা করা হবে।

৮.২.৫ এজেন্সী কর্তৃক প্রতিটি বাড়িতে এবং মিনার তাঁবুতে বাংলাদেশের পতাকার পাশাপাশি প্ল্যাকার্ড/স্টিকার/ব্যানার ইত্যাদি সহজে সনাক্তযোগ্য উপকরণ লাগাতে হবে। বাংলাদেশী হাজী চলাচলের প্রতিটি বাসে বাংলাদেশী পতাকার চিহ্ন সম্বলিত স্টিকার লাগাতে হবে। এছাড়া প্রতি বাড়ির ভিতরে সহজে দৃশ্যমান জায়গায় বাংলাদেশ হজ্জ মিশনের ঠিকানা ও অবস্থান, চিকিৎসক দলের অবস্থান, ব্যাগেজ রুল ও অন্যান্য জরুরী তথ্যাবলী সম্বলিত লিফলেট/স্টিকার লাগাতে হবে।

৮.২.৬ ভাড়াকৃত বাড়িসমূহের 'হারেছ' বা কেয়ারটেকার সাধারণভাবে বাংলাদেশী হতে হবে।

৮.২.৭ প্রতিটি বাড়িতে সুপেয় এবং নিরাপদ পানির ব্যবস্থাসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৮.২.৮ হজ্জযাত্রীদের তাসরিয়াযুক্ত ভাড়াকৃত বাড়ি ছাড়া অন্য কোন বাড়িতে উঠানো যাবে না।

৯. সৌদি আরবে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল প্রেরণ

সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে হজ্জযাত্রীদের সেবাদানের নিমিত্ত এবং সৌদি আরব পর্বের হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নিম্নরূপ বিভিন্ন দল প্রেরণ করা হবে ঃ

৯.১ হজ্জ প্রতিনিধি দল

সৌদি আরবে সামগ্রিক হজ্জ ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান ও সৌদি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে শুভেচ্ছা ও মতামত বিনিময় করার উদ্দেশ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে অনধিক ১০ (দশ) সদস্যের একটি হজ্জ প্রতিনিধি দল সৌদি আরব প্রেরণ করা হবে। এ দলে দেশের প্রখ্যাত আলেমসহ সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৯.২ হজ্জ প্রশাসনিক দল

সৌদি আরবে হজ্জ ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম দেখাশুনা, অভিযোগ তদন্ত, সমন্বয় এবং হাজীদের সেবা নিশ্চিত করার জন্য সৌদি আরবে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধান করার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নেতৃত্বে অনধিক ২০ (বিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক দল প্রেরণ করা হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক দলের সদস্যদের দায়িত্ব এবং মেয়াদ নিরূপণ করবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ্জ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্তদের মধ্য থেকে অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে দল গঠিত হবে। তাঁরা জেদ্দা, মক্কা, মদীনা, মিনা, আরাফাত ও মুজদালেফায় দায়িত্ব পালন করবেন। উক্ত প্রশাসনিক দলের সদস্যদের চাকুরী ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত থাকবে।

৯.৩ হজ্জ চিকিৎসক দল

৯.৩.১ হজ্জের সময় সৌদি আরবে বাংলাদেশী হাজীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য অনধিক ৬০ (ষাট) সদস্য বিশিষ্ট একটি চিকিৎসক দল প্রেরণ করা হবে। চিকিৎসক দলের সদস্যদের সৌদি আরবে অবস্থানকাল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে। চিকিৎসক দলের সদস্যগণ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের চিকিৎসকদের মধ্য হতে মনোনীত করা হবে। চিকিৎসক দলের আওতায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্স, ফার্মাসিস্ট, প্যারামেডিকস্, টেকনিশিয়ান ও সুইপার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৯.৩.২ স্বেচ্ছায় নিজ খরচে (আংশিক/পূর্ণ) কোন সরকারি/বেসরকারি চিকিৎসক হাজীদের সেবার জন্য যেতে আগ্রহী হলে তাঁকে উক্ত দলে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে নিয়মাবলী নির্ধারণ করবে।

৯.৩.৩ হজ্জ চিকিৎসক দলের সদস্যদের চাকুরী হজ্জকালীন সময়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত থাকবে এবং তাঁরা সৌদি আরবে কাউন্সিলর (হজ্জ) এর তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

১০. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

১০.১ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সকল হজ্জযাত্রী পরিবহন এবং এতদসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে।

১০.১.১ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হিজরী সালের **রবিউস সানি** মাসের মধ্যে পরবর্তী হজ্জের বিমান ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণ করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে ভাড়ার হার অভিন্ন হবে।

১০.১.২ হজ্জযাত্রী পরিবহন সংক্রান্ত বিষয়াদি সমন্বয়ের জন্য মক্কা ও মদীনাস্থ বাংলাদেশ হজ্জ মিশনে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি কক্ষ বরাদ্দ থাকবে।

১০.১.৩ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স হজ্জ মৌসুমে হজ্জযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউলসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় সমন্বয়মূলক দায়িত্ব পালন করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বেসরকারি হজ্জযাত্রীদের অগ্রিম বিমান ভাড়া গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হজ্জযাত্রী পরিবহন সংক্রান্ত একটি গাইড লাইন প্রণয়ন করবে।

১০.১.৪ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ্জযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল হজ্জ অফিস, ঢাকা এর সাথে আলোচনাক্রমে নির্ধারণ করবে এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ্জযাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল সংশ্লিষ্ট হজ্জ এজেন্সীর সাথে আলোচনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্ধারণ করবে।

১০.১.৫ সরকারি ও বেসরকারি উভয়ক্ষেত্রেই হজ্জযাত্রীদের সৌদি আরব অবস্থানকাল ৪২ দিনের বেশি হবে না।

১০.১.৬ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স জেদ্দা, মক্কা আল-মুকাররামা ও মদীনা আল-মুনাওয়ারাস্থ অফিস যথাসময়ে হাজীদের ফ্লাইট সংক্রান্ত তথ্যাদি হজ্জ মিশনকে অবহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সৌদি আরবের কম্পিউটার সিস্টেমে তথ্যসমূহ হালনাগাদ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০.১.৭ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও বাংলাদেশ হজ্জ মিশনের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে হজ্জ মৌসুমে সৌদি আরব পর্বে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর হজ্জযাত্রী সংক্রান্ত কার্যক্রম কনসাল জেনারেল এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

১০.২ হজ্জ ফ্লাইটের যাত্রীদের ইমিগ্রেশন, কাস্টমস, চেক-ইন ইত্যাদি কার্যক্রম

পর্যায়ক্রমে হজ্জ মৌসুমে হজ্জ ফ্লাইটে সৌদি আরব গমনের নিমিত্ত সকল হজ্জযাত্রীর ইমিগ্রেশন, কাস্টমস, চেক-ইন ইত্যাদি বিমানে আরোহণ-পূর্ব যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে ঢাকার আশকোনায় অবস্থিত হজ্জ ক্যাম্প হতে সম্পন্ন করা হবে। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের সাথে বিষয়টি সমন্বয়সহ হজ্জক্যাম্প হতে বিমান বন্দর পর্যন্ত হজ্জযাত্রী পৌঁছানোর বিষয়ে হজ্জ অফিসের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

হজ্জ কার্যক্রম বাংলাদেশ এবং সৌদি আরব এর মধ্যে একটি দ্বি-পাক্ষিক বিষয়। দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দূতাবাস/কনসুলেটের মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বীয় দায়িত্ব পালন করবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সৌদি সরকারের সংগে সংশ্লিষ্ট চুক্তি সম্পাদন ও হজ্জ সংক্রান্ত ভিসা প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়াও সৌদি আরবে কূটনৈতিক যোগাযোগ, প্রটোকল, ঊর্ধ্বতন সৌদি কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাত, বাড়ি ভাড়া, হাজী পরিবহনের ক্ষেত্রে স্লট প্রাপ্তি ইত্যাদি

বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সৌদি আরবে কর্মরত হজ্জ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে সহযোগিতা প্রদান করবে।

১২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

১২.১ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হজ্জযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২.২ স্বাস্থ্য সনদ প্রদানকালে হজ্জযাত্রীদের স্বাস্থ্যগত ও শারীরিক যোগ্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

১২.৩ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মেনিনজাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি প্রতিষেধক সংগ্রহ ও প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২.৪ সৌদি আরবে হজ্জযাত্রীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে চিকিৎসক দলের সদস্য মনোনয়ন প্রদান করবে।

১৩. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

১৩.১ হজ্জ মৌসুমে হজ্জক্যাম্পে হজ্জযাত্রীদের নিরাপত্তা প্রদানসহ হজ্জযাত্রীদের পিলগ্রীম পাস (পাসপোর্ট) প্রস্তুত করার জন্য যথাসময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুলিশ ছাড়পত্র প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। হজ্জযাত্রীদের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম যথাসম্ভব সহজতর করাসহ হজ্জ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করবে। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ হজ্জ ভিসায় গমনকারী ও প্রত্যাগমনকারীদের সংখ্যা দৈনিক ভিত্তিতে ঢাকা হজ্জ অফিসে সরবরাহ করবে।

১৩.২ প্রতিবছর হজ্জ মৌসুমে হজ্জ অফিস, আশকোনা, ঢাকায় পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের একটি শাখা কেন্দ্রীয়ভাবে নিজস্ব চ্যানেলে পুলিশ ছাড়পত্র সংগ্রহ, ইস্যু ও মনিটরিং এর কাজ সম্পাদন করবে।

১৪. গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হজ্জ ক্যাম্পের সাংবাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণসহ হজ্জ মৌসুমে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করে হজ্জ ক্যাম্প প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতায় হজ্জক্যাম্প এর সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাসহ হজ্জ মৌসুমে বিশেষ নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনে স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ, হজ্জ ক্যাম্প সজ্জিতকরণ, নিরাপদ পানীয় জলের সংস্থানসহ প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করবে। এছাড়াও হজ্জ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কাজে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

১৫. তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

তথ্য মন্ত্রণালয় হজ্জসূচি ঘোষণা হতে শুরু করে বিভিন্ন ঘোষণা ও বিবৃতিমূলক বিজ্ঞপ্তিসহ হজ্জের নিয়ম-কানুন এবং সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি/ঘোষণা/বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করবে। এছাড়াও হজ্জ মৌসুমে হজ্জ ক্যাম্পে সম্প্রচারমূলক ও প্রচারণামূলক কর্মকান্ডে হজ্জ অফিসারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণমূলক কর্মকান্ডে এবং হজ্জ সংক্রান্ত প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রমে জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে হজ্জ সংক্রান্ত স্লাইড, স্থির চিত্র, বিজ্ঞাপন চিত্র, তথ্য চিত্র, প্রামাণ্য চিত্র ইত্যাদি তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে। তথ্য মন্ত্রণালয় হজ্জ সংক্রান্ত প্রচার তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বেসরকারি বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, রেডিও ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবে।

১৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা

সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া, মোয়াল্লেম ফিসহ বিভিন্ন ফি, হজ্জযাত্রীদের ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য হজ্জ ব্যবস্থাপনার সাথে বৈদেশিক মুদ্রার বিষয়টি জড়িত। হজ্জ অগ্রাধিকার বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক যথাসময়ে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তাছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৭. জেলা প্রশাসকের ভূমিকা

জেলা প্রশাসকগণ হজ্জসূচি এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী হজ্জ ব্যবস্থাপনা কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন। জেলা প্রশাসক হজ্জের আবেদন ফরম সংগ্রহ, বিতরণ, গ্রহণ এবং হজ্জ অফিস, ঢাকায় প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়াও জেলা প্রশাসক প্রয়োজনে হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণসহ হজ্জযাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং হজ্জ সম্পাদনে হজ্জযাত্রীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন। জেলা প্রশাসক হজ্জ সংক্রান্ত কাজে স্থানীয় পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সমন্বয়/ সহযোগিতা প্রদান করবেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে প্রয়োজনে স্থানীয় পর্যায়ে হজ্জযাত্রীদের অভিযোগ তদন্ত ও নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

১৮. আপৎকালীন ফান্ড

হজ্জ ক্যাম্পে হজ্জযাত্রীদের আগমনের পর থেকে হজ্জ সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যে কোন দৈব-দুর্বিপাক বা তাৎক্ষণিক জরুরী প্রয়োজনে ব্যয় নির্বাহ ও হজ্জযাত্রী/ হাজীদের সার্বিক কল্যাণের জন্য আপৎকালীন ফান্ড থাকবে। প্রত্যেক হজ্জযাত্রী কর্তৃক আপৎকালীন ফান্ড এর বিপরীতে প্রদেয় ন্যূনতম ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা হিসাবে গৃহীত অর্থ উক্ত ফান্ডের উৎস হবে। এ ছাড়া হজ্জযাত্রীদের নিকট থেকে হজ্জ সম্পাদনের নিমিত্ত বিভিন্ন খাতের অনুকূলে জমাকৃত অর্থের মাধ্যমে ক্রয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় মূল্যের তারতম্যের কারণে অতিরিক্ত অর্থ (যদি থাকে), ইতোমধ্যে স্থানীয় সার্ভিস চার্জ এর অব্যয়িত, অদাবিকৃত ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার এর তারতম্যের ফলে জমাকৃত অর্থও উক্ত ফান্ডে জমা হবে। আপৎকালীন ফান্ডে জমাকৃত তহবিল পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হবে। কোন্ কোন্ খাতে আপৎকালীন ফান্ডের অর্থ ব্যয় হবে সে বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

১৯. হজ্জযাত্রীদের অব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান

১৯.১ মৃত্যু অথবা গুরুতর অসুস্থতাজনিত কারণে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জে গমনে ব্যর্থতায় বাড়ি ভাড়া, মোয়াল্লেম ফি ও স্থানীয় সার্ভিস চার্জ ছাড়া অবশিষ্ট জমাকৃত টাকা ফেরত প্রদান করা হবে। তবে মোয়াল্লেম ফি সৌদি আরবে প্রেরিত না হয়ে থাকলে তা ফেরতযোগ্য।

১৯.২ সরকারি ব্যবস্থাপনায় সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়ার অব্যয়িত টাকার ক্ষেত্রে তা ফেরত প্রদান করা হবে।

১৯.৩ এছাড়াও অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে অন্য যে কোন সমস্যা উদ্ভূত হলে তা সমাধানের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১৯.৪ মৃত্যু অথবা গুরুতর অসুস্থতাজনিত কারণে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্জে যেতে না পারলে স্থানীয় সার্ভিস চার্জ, আপৎকালীন ফান্ড ফেরতযোগ্য হবে না। তবে মোয়াল্লেম ফি সৌদি আরবে প্রেরিত না হয়ে থাকলে তা ফেরতযোগ্য।

১৯.৫ সরকারি ও বেসরকারি উভয়ক্ষেত্রে বিমান ভাড়া ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

২০ হজ্জ এজেন্সী নিয়োগ

২০.১ বেসরকারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হজ্জ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক এজেন্সী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী নিম্নরূপ

(ক) কোন একটি এজেন্সীর স্বত্ত্বাধিকারী/ পরিচালক/ অংশীদার কেবল একটি লাইসেন্স পাওয়ার বা সংরক্ষণের অধিকারী হবেন।

(খ) এজেন্সীর স্বত্ত্বাধিকারী/ পরিচালক/ অংশীদার সকলকে জন্মসূত্রে বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিক হতে হবে।

(গ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের ব্যবসা পরিচালনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সীর সনদপত্র থাকতে হবে।

(ঘ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত জামানত পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা রাখতে হবে।

(ঙ) একই ঠিকানা/স্পেস এ একাধিক এজেন্সী লাইসেন্স প্রদানযোগ্য হবে না।

(চ) এজেন্সীকে বাংলাদেশ ও সৌদি সরকারের যাবতীয় আইন-কানুন, বিধি-বিধান, প্রশাসনিক আদেশ ইত্যাদি যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। এতদসংক্রান্ত ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত অপরাপর শর্তসহ সকল শর্ত পালনের নিমিত্ত এজেন্সীসমূহকে একটি অংগীকারনামা প্রদান করতে হবে।

(ছ) এজেন্সীর অফিসে যোগাযোগের আধুনিক ব্যবস্থা (টেলিফোন, ই-মেইল, মোবাইল, ফ্যাক্স, রিজার্ভেশন পদ্ধতি ইত্যাদি) থাকতে হবে। পর্যায়ক্রমে স্ব স্ব ওয়েব সাইট তৈরি করতে হবে।

(জ) শাস্তি স্বরূপ লাইসেন্স বাতিলকৃত কোন এজেন্সীর স্বত্ত্বাধিকারী/ পরিচালক/ অংশীদার ন্যূনপক্ষে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বছর অন্য কোন লাইসেন্স পাওয়ার অধিকারী হবেন না বা অন্য কোন এজেন্সীর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বা সম্পৃক্ত হতে পারবেন না। সরকারের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে পরবর্তীতে সাময়িকভাবে লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য হবে।

(ঝ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ্জ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে অন্যবিধ যে কোন শর্ত আরোপের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(ঞ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইচ্ছা করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে এজেন্সী নিয়োগের যে কোন আবেদনপত্র/এজেন্সী নিয়োগের আদেশ বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

২০.২ নিয়োগ প্রক্রিয়া

বিদ্যমান হজ্জ এজেন্সীর সংখ্যা পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজন অনুভূত হলে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে হজ্জনীতিমালায় বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে যাচাই-বাছাই ও তদন্ত করে নতুন হজ্জ এজেন্সী নিয়োগ করা যাবে।

২০.৩ হজ্জ এজেন্সী নবায়ন

এজেন্সীসমূহের পূর্ববর্তী কার্যাবলী বা সেবার মান পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তিন বছরের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ধার্যকৃত ফি প্রদান করে লাইসেন্স নবায়ন করা হবে।

২১. হজ্জ এজেন্সীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

২১.১ তদন্ত/শাস্তির কারণসমূহ

(ক) প্যাকেজ ঘোষণা না করা/ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সেবা প্রদানে ব্যর্থতা ।
(খ) হজ্জযাত্রীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর না করা/চুক্তি অনুযায়ী সেবা প্রদানে ব্যর্থতা ।
(গ) হজ্জনীতির নির্ধারিত নির্দেশাবলী লঙ্ঘন।
(ঘ) সৌদি সরকারের নির্ধারিত আইন-কানুন লঙ্ঘন ।
(ঙ) হজ্জ ব্যবস্থাপনা কর্মে নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে অসদাচরণ ও অসহযোগিতা।
(চ) সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময় এতদসংক্রান্ত জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি/পরিপত্র/ প্রজ্ঞাপন/ নির্দেশনার ব্যত্যয় বা লঙ্ঘন ।
(ছ) যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাজী প্রত্যাবর্তন না করা।
(জ) হাজীগণের সাথে যে কোন ধরনের প্রতারণা।

২১.২ তদন্ত ও শাস্তি

দেশে ও সৌদি আরবে হাজী অথবা অপর কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অভিযোগের প্রেক্ষিতে অথবা স্ব-উদ্যোগে মন্ত্রণালয় কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনিক দলের মাধ্যমে অথবা ঢাকা কিংবা সৌদি আরবে হজ্জ ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত/তদন্তকৃত অভিযোগ এবং অভিযোগ প্রমাণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিম্নরূপ যে কোন এক বা একাধিক প্রকারের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। শাস্তিসমূহের প্রকার নিম্নরূপ ঃ

১. লাইসেন্স বাতিল;
২. জামানত বাজেয়াপ্তসহ লাইসেন্স বাতিল;
৩. লাইসেন্স স্থগিত;
৪. জামানত বাজেয়াপ্ত;
৫. জামানতের অংশবিশেষ বাজেয়াপ্ত;
৬. জামানত হতে সংক্ষুব্ধ পক্ষ/ব্যক্তির দাবি/ক্ষতিপূরণ প্রদান;

৭. তিরস্কার/সতর্কীকরণ (পর পর তিনবার তিরস্কার/সতর্কীকরণ নোটিশ প্রাপ্ত হলে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে লাইসেন্স বাতিল করা হবে)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

২২. হজ্জনীতি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

২২.১ সৌদি আরব কর্তৃপক্ষ হজ্জ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন মাঝে মাঝে পরিবর্তন করে থাকে। এছাড়াও ফি বছর হজ্জ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ফলে বাস্তব কারণে হজ্জ বাস্তবায়ন কর্মকৌশলে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে; প্রকারান্তরে যা হজ্জনীতির উপরেও প্রভাব ফেলতে পারে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি প্রতি বছর হজ্জ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। হজ্জযাত্রীদের স্বার্থে এবং বাস্তবতার নিরিখে সরকার কর্তৃক হজ্জনীতি সংশোধনযোগ্য হবে। **এ হজ্জনীতি ১৪২৮ হিজরী সাল হতে ১৪৩০ হিজরী সাল (২০০৭ - ২০০৯ খ্রি.) পর্যন্ত ৩ (তিন) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।**

২২.২ প্রয়োজনে হজ্জনীতিমালার ব্যাখ্যা প্রদান, নীতিমালা বাস্তবায়নে উদ্ভূত যে কোন পরিস্থিতি মুকাবিলা এবং নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে।